প্রচলিত বা সাবেকী বিরোধ চতুষ্কোণ

আমরা জানি যুক্তি গঠিত হয় বচনের দ্বারা। বচন হল যুক্তির অঙ্গ বা অবয়ব। যুক্তির যথার্থতা অযথার্থতা বিচার মূলতঃ বিভিন্ন বচনের নানা প্রকারের যৌক্তিক সম্পর্কের (Logical relation)ওপর নির্ভর করে। এই সম্পর্ক নানা ধরনের হতে পারে এবং এই সম্পর্কের জ্ঞান থাকলেই কেবলমাত্র আমরা একটি বচনের সত্যতা মিথ্যাত্ব থেকে অপর একটি বচনের সত্যতা মিথ্যাত্ব অনুমান করতে পারি। তাই বচনের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধের জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরী। প্রচলিত যুক্তিবিজ্ঞানে বচনের বিরোধিতার সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় বচনের বিরোধিতা।

বচনের বিরোধিতা (Opposition of Proposition) ঃ

দুটি আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ বচনের (Standard-form of categorical proposition) উদ্দেশ্য ও বিধেয় যদি এক হয় অর্থাৎ তারা যদি পরস্পরের অনুরূপ বা সমতুল্য হয় এবং বচন দুটির মধ্যে হয় গুণগত, কিংবা পরিমাণগত, অথবা গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক থেকেই প্রভেদ থাকে তাহলে সাবেকী বা প্রচলিত যুক্তিবিজ্ঞানে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিরোধিতা (Opposition) বলা হয়। যেমন -

সকল রজনীগন্ধা হয় সুগন্ধি ফুল।

কোন রজনীগন্ধা নয় সুগন্ধি ফুল।

সাবেকী বা প্রচলিত যুক্তিবিজ্ঞান অনুযায়ী উক্ত বচন দুটির মধ্যে বিরোধিতার সম্পর্ক রয়েছে। কারণ দুটি বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক। কিন্তু গুণের দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। আর এই বিরোধিতার সম্পর্কের জন্য একটি বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব থেকে আমরা অপর বচনটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব অনুমান করতে পারি। যেমন প্রথম বচনটি যদি সত্য হয়, তাহলে দ্বিতীয় বচনটি অবশ্যই মিথ্যা। কিন্তু

সকল গোলাপ হয় লাল বস্তু।

কোন মানুষ নয় মরণশীল প্রাণী।

এই দুটি বচনের মধ্যে কোন বিরোধিতার সম্পর্ক থাকতে পারে না। কারণ, দুটি বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক নয়।

উপরোক্ত বিরোধিতার সংজ্ঞা থেকে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিরোধিতা সম্পর্কে পেতে পারি।

১) বিরোধিতা দুটি নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে একটি সম্পর্ক।

২) যে দুটি বচনের মধ্যে এই সম্পর্ক, তাদের উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে এক হতে হবে।

৩) একই উদ্দেশ্য ও বিধেয়যুক্ত দুটি নিরপেক্ষ বচনের মধ্যে তিন ধরনের পার্থক্য থাকতে পারে। ক) তাদের গুণ পৃথক হতে পারে, খ) তাদের পরিমাণের পার্থক্য থাকতে পারে অথবা গ) তাদের মধ্যে গুণ ও পরিমাণ উভয়েরই পার্থক্য থাকতে পারে।

৪) বচন দুটির মধ্যবর্তী সম্পর্ককে বিরোধিতা, আর বচন দুটিকে বলা হয় পরস্পর বিরোধী বচন।

গতানুগতিক বা প্রচলিত যুক্তিবিজ্ঞান অনুযায়ী এই বিরোধিতার সম্পর্ক চার রকমের হতে পারে ঃ

১) বিপরীত বিরোধিতা (Contrary opposition)

২) অধীন-বিপরীত বিরোধিতা (**Sub-contrary opposition**)

৩) অসম বিরোধিতা (Sub-altern opposition)

৪) বিরুদ্ধ বিরোধিতা(Contradictory opposition)

বিপরীত বিরোধিতা ঃ

একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট দুটি সার্বিক বচনের মধ্যে যদি শুধুমাত্র গুণের পার্থক্য থাকে, তাহলে বচন দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে বলা হয় বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক এবং বচন দুটিকে বলা হয় পরস্পর বিপরীত বিরোধী বচন।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১) দুটি বচন থাকবে। ২) দুটি বচনই সার্বিক বচন হবে। ৩) দুটি বচনের উদ্দেশ্য বিধেয় একই থাকবে। ৪) দুটি বচনের মধ্যে অবশ্যই গুণের পার্থক্য থাকবে। এবং বচন দুটিই সার্বিক বচন এবং এদের পার্থক্য কেবল গুণের। তাই উক্ত দুটি বচনের মধ্যবর্তী সম্পর্ক হল বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক এবং এদের মধ্যবর্তী সম্পর্ক হল পরস্পর বিপরীত বিরোধী বচন।

যেমন - A সকল সৈনিক হয় ভাবুক।

E কোন সৈনিক নয় ভাবুক।

বিপরীত বিরোধানুমান ঃ দুটি বচনের মধ্যে বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক আছে বলা হবে যদি দুটি বচনই একসঙ্গে সত্য না হতে পারে, কিন্তু একই সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে। যদি একটিকে সত্য বলে স্বীকার করা হয় তাহলে অপরটিকে অবশ্যই মিথ্যা বলতে হবে। যেমন 'রাম শ্যামের চেয়ে উচ্চতায় লম্বা' এবং 'শ্যাম রামের চেয়ে উচ্চতায় লম্বা' - এই দুটি বচনের মধ্যে বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক রয়েছে। কারণ, দুটি বচন কখনোই একসঙ্গে সত্য হতে পারে না। একটি সত্য হলে অপরটি মিথ্যা হতে বাধ্য। কিন্তু বচন দুটির মধ্যে বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্পর্ক আছে বলা যাবে না। যেহেতু বচন দুটি একসঙ্গে মিথ্যা হবে যদি রাম ও শ্যাম উচ্চতায় এক হয়। তাহলে বিপরীত বিরোধিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, উভয় বচন একসঙ্গে সত্য হতে পারে না, যদিও তারা একসঙ্গে মিথ্যা হতে পারে।

একইভাবে উপরোক্ত দুটি বচনের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। সকল সৈনিক সম্পর্কে ‘ভাবুক’-এর স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না। ‘সৈনিক’ এই শ্রেণীর প্রতিটি ব্যক্তিই যদি ‘ভাবুক’ - এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে, ‘সৈনিক’ এই শ্রেণীর প্রতিটি ব্যক্তি, ‘ভাবুক’ এই শ্রেণীর বহির্ভূত- এই জাতীয় সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে বাধ্য। বিপরীতভাবে, ‘কোন সৈনিক নয় ভাবুক’ - এই বচনটি সত্য হলে, ‘সকল সৈনিক হয় ভাবুক’ মিথ্যা হতে বাধ্য। তবে উভয় বচনই মিথ্যা হতে পারে।

কিন্তু নব্য যুক্তিবিজ্ঞানীরা A এবং E বচনের মধ্যে বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক রয়েছে, অর্থাৎ A এবং E বচন বিপরীত বিরোধী বচন - এই বিবৃতিকে নির্ভুল বলে গণ্য করতে চান না। তাঁদের মতে এই দুটি বচন যদি স্বতঃসত্য বা অবশ্যম্ভাবী সত্য বচন (necessary true proposition) হয় অর্থাৎ কোন গাণিতিক বা যৌক্তিক সম্পর্কের প্রকাশ যদি বচন দুটির একটি মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাহলে তারা বিপরীত বিরোধী বচন হবে না।

যেমন - A‘সকল ত্রিভুজ হয় তিনটি বাহু দ্বারা বেষ্টিত সামতলিক ক্ষেত্র’ এবং E ‘কোন ত্রিভুজ নয় তিনটি বাহু দ্বারা বেষ্টিত সামতলিক ক্ষেত্র’ - এই দুটি বচনের মধ্যে বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক আছে বলা যাবে না। কারণ, প্রথম বচনটি স্বতঃসত্য বচন, কখনোই মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখেছি বিপরীত বিরোধিতা আছে এমন দুটি বচন একসঙ্গে মিথ্যা হতে পারে।

যে সকল বচন স্বতঃসত্য বা স্বতোমিথ্যা নয়, তাদের অনির্দিষ্টমান বচন বলে। নব্য যুক্তিবিজ্ঞানীদের মতে সাবেকী যুক্তি বিজ্ঞানীরা দুটি সামান্য বচনের মধ্যে যে বিপরীত বিরোধিতার কথা বলেন, তা কেবল অনির্দিষ্টমান বচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যার দৃষ্টান্ত পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

অধীন-বিপরীত বিরোধিতা ঃ

একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয়বিশিষ্ট দুটি বিশেষ বচনের মধ্যে যদি শুধুমাত্র গুণের পার্থক্য থাকে, তাহলে বচন দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে বলা হয় অধীন-বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক এবং বচন দুটিকে বলা হয় পরস্পর অধীন-বিপরীত বিরোধী বচন।

বৈশিষ্ট্য ঃ ১) দুটি বচন থাকবে। ২) দুটি বচনই বিশেষ বচন হবে। ৩) দুটি বচনের উদ্দেশ্য বিধেয় একই থাকবে। ৪) দুটি বচনের মধ্যে অবশ্যই গুণের পার্থক্য থাকবে এবং বচন দুটিই বিশেষ বচন এবং এদের পার্থক্য কেবল গুণের। তাই উক্ত দুটি বচনের মধ্যবর্তী সম্পর্ক হল অধীন-বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক এবং এদের মধ্যবর্তী সম্পর্ক হল পরস্পর অধীন-বিপরীত বিরোধী বচন।

যেমন - I কোন কোন ফুল হয় সুগন্ধযুক্ত।

O কোন কোন ফুল নয় সুগন্ধযুক্ত।

অধীন-বিপরীত বিরোধানুমান ঃ দুটি বিশেষ বচনের মধ্যে অধীন-বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক আছে তখনই বলা হবে যদি দুটি বচন একসঙ্গে মিথ্যা হতে না পারে, যদিও একই সঙ্গে সত্য হতে পারে। উপরের বচন দুটি একসঙ্গে সত্য হতে পারে, কিন্তু তারা একসঙ্গে মিথ্যা হবে না। কাজেই বচন দুটির মধ্যে অধীন-বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক বর্তমান।

নব্য যুক্তিবিজ্ঞানীরা কিন্তু একথা মনে করেন না যে, I এবং O বচন অনুরূপ হলেই তাদের মধ্যে অধীন-বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক থাকবে। তাঁদের মতে I এবং O বচনের কোনটি যদি স্বতোমিথ্যা (necessarily false) হয়, তাহলে সেই I বা O বচনের যথাক্রমে কোন O বা I বচনের সঙ্গে অধীন-বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, I 'কোন কোন ত্রিভুজ হয় চতুর্ভুজ' বা O 'কোন কোন ত্রিভুজ নয় তিনটি বাহু দ্বারা বেষ্টিত সামতলিক ক্ষেত্র' হল স্বতোমিথ্যা বচন। তাই এরা কখনও সত্য হবেই না।

তাই বলা যায়, দুটি বিশেষ বচনের মধ্যে অধীন-বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক, যখন তারা একসঙ্গে সত্য হতে পারে। কিন্তু স্বতোমিথ্যা বচনের ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কাজেই দুটি বিশেষ বচন যদি অনির্দিষ্টমান বচন হয়, এবং যদি তাদের একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় থাকে এবং যদি কেবলমাত্র গুণের দিক থেকে পার্থক্য থাকে, তাহলেই কেবল বলা যেতে পারে তাদের মধ্যে অধীন-বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক আছে। যেমন - I কোন কোন প্রাণী হয় দীর্ঘকায়।

O কোন কোন প্রাণী নয় দীর্ঘকায়।

** যেক্ষেত্রে বচনটিকে কেবল পরীক্ষা করেই তার সত্যতা জানা যায় বা ঐভাবে যে বচনের সত্যতা জ্ঞাত হয়েছে, বচনটি তা থেকে নিঃসৃত হয়, সেই ক্ষেত্রে বচনটি **স্বতঃসত্য বচন** বলে গণ্য হয়।

আবার, যদি কোন বচনের মিথ্যাত্ব কেবল বচনটি পরীক্ষা করে জানা যায়, তবে সেই বচনটিকে **স্বতোমিথ্যা বচন** বলা হয়।

অসম বিরোধিতা ঃ

যদি দুটি বচনের উদ্দেশ্য, বিধেয় এবং গুণ একই হয়, কিন্তু বচন দুটির মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য থাকে, তাহলে বচন দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে বলা হয় অসম বিরোধিতার সম্পর্ক এবং বচন দুটিকে বলা হয় পরস্পর অসম বিরোধী বচন।

অসম বিরোধিতার বৈশিষ্ট্য ঃ ১) দুটি বচন থাকবে। ২) দুটি বচনের গুণ একই থাকবে। ৩) দুটি বচনের উদ্দেশ্য বিধেয় একই থাকবে। ৪) কিন্তু দুটি বচনের পরিমাণের পার্থক্য থাকবে।

একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় বিশিষ্ট - ক) A এবং I বচনের মধ্যে, অথবা E এবং O বচনের মধ্যে অসম বিরোধিতার সম্বন্ধ আছে।

যেমন - A সকল ঘোড়া হয় চারিপদবিশিষ্ট প্রাণী।

I কোন কোন ঘোড়া হয় চারিপদবিশিষ্ট প্রাণী।

E কোন হস্তী নয় ক্ষুদ্রকায় প্রাণী।

O কোন কোন হস্তী নয় ক্ষদ্রকায় প্রাণী।

অসম বিরোধানুমান ঃ

দুটি অসম বিরোধী বচনের মধ্যে -

ক) যদি সার্বিক বচন বা অতিবর্তী বচন সত্য হয়, তাহলে বিশেষ বচন বা অনুবর্তী বচনটি সত্য হবে। আবার

খ) যদি বিশেষ বচন বা অনুবর্তী বচনটি মিথ্যা হয়, তাহলে সার্বিক বচন বা অতিবর্তী বচনটিও মিথ্যা হবে।

অর্থাৎ বলা যেতে পারে সার্বিক বচনের সত্যতা থেকে বিশেষ বচনের সত্যতাকে অনুমান করা যেতে পারে। এর বিপরীত কথা সত্য নয়, অর্থাৎ সার্বিক বচনের মিথ্যাত্ব থেকে বিশেষ বচনের মিথ্যাত্ব বা সত্যতা সম্পর্কে কোন অনুমান করা যায় না বা বলা যেতে পারে তা একপ্রকার অনিশ্চিত বা সংশয়াত্মক।

আবার মিথ্যাত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ বচন বা অনুবর্তী বচনের মিথ্যাত্ব থেকে সার্বিক বচন বা অতিবর্তী বচনের মিথ্যাত্বকে অনুমান করা গেলেও এর বিপরীত কথা সত্য নয়। অর্থাৎ বিশেষ বা অনুবর্তী বচনটি সত্য হলে সার্বিক বা অতিবর্তী বচনটি সত্য না মিথ্যা হবে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

ক) A সত্য হলে - I সত্য কিন্তু A মিথ্যা হলে I অনিশ্চিত।
E সত্য হলে - O সত্য কিন্তু E মিথ্যা হলে - O অনিশ্চিত।

খ) I মিথ্যা হলে - A মিথ্যা কিন্তু I সত্য হলে - A অনিশ্চিত।
O মিথ্যা হলে - E মিথ্যা কিন্তু O সত্য হলে - E অনিশ্চিত।

যেমন- A সকল গরু হয় তৃণভোজী - এই বচনটি সত্য, এই বচনটির অসম বিরোধী বচন I কোন কোন গরু হয় তৃণভোজী - এই বচনটিও সত্য। কিন্তু I কোন কোন প্রাণী হয় কুকুর - এই বচনটি সত্য হলেও এর অসম বিরোধী বচন- A সকল প্রাণী হয় কুকুর- স্পষ্টতঃই মিথ্যা। আবার E কোন মানুষ নয় সর্বাঙ্গসুন্দর-বচনটি সত্য, এই বচনের অসম বিরোধী বচন O কোন কোন মানুষ নয় সর্বাঙ্গসুন্দর - সত্য। কিন্তু O কোন কোন প্রাণী নয় কুকুর - বচনটি সত্য হলেও এই বচনের অসম বিরোধী বচন E কোন প্রাণী নয় কুকুর - স্পষ্টতঃই মিথ্যা।

বিরুদ্ধ বিরোধিতা :

একই উদ্দেশ্য ও বিধেয়যুক্ত দুটি বচনের মধ্যে যদি গুণ ও পরিমাণ উভয়েরই পার্থক্য থাকে তাহলে বচন দুটি পারস্পরিক পার্থক্যকে বলা হয় বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্পর্ক এবং বচন দুটিকে বলা হয় পরস্পর বিরুদ্ধ বিরোধী বচন। A এবং O আবার E এবং I বচনের মধ্যে বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্পর্ক। কেননা, এদের গুণ ও পরিমাণ উভয়ই আলাদা।

যেমন - A সকল সৈনিক হয় যোদ্ধা।

O কোন কোন সৈনিক নয় যোদ্ধা।

আবার, E কোন ধার্মিক ব্যক্তি নয় অসৎ।

I কোন কোন ধার্মিক ব্যক্তি হয় অসৎ।

বিরুদ্ধ বিরোধানুমান ঃ

দুটি বিরুদ্ধ বিরোধী বচন কখনও এক সঙ্গে সত্য বা এক সঙ্গে মিথ্যা হতে পারে না। অর্থাৎ একটি সত্য হলে অপরটি মিথ্যা হয়। আবার, একটি মিথ্যা হলে অপরটি সত্য হয়। এর থেকে আমরা নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

A সত্য - O মিথ্যা A মিথ্যা - O সত্য।

E সত্য - I মিথ্যা E মিথ্যা - I সত্য।

বিপরীতভাবে

O সত্য - A মিথ্যা O মিথ্যা - A সত্য।

I সত্য - E মিথ্যা I মিথ্যা - E সত্য।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিরোধানুমানের বিবরণ

বচন		সিদ্ধান্ত			
		A	E	I	O
1	A সত্য		মিথ্যা	সত্য	মিথ্যা
2	A মিথ্যা		অনিশ্চিত	অনিশ্চিত	সত্য
3	E সত্য	মিথ্যা		মিথ্যা	সত্য
4	E মিথ্যা	অনিশ্চিত		সত্য	অনিশ্চিত
5	I সত্য	অনিশ্চিত	মিথ্যা		অনিশ্চিত
6	I মিথ্যা	মিথ্যা	সত্য		সত্য
7	O সত্য	মিথ্যা	অনিশ্চিত	অনিশ্চিত	
8	O মিথ্যা	সত্য	মিথ্যা	সত্য	

বিরোধী বচনের সত্যমূল্য অনুমানের ছক

	A	E	I	O
A	T	f	t	F
E	f	T	F	t
I	d	F	T	d
O	F	d	d	T

একটি বচনের সত্যমূল্য থেকে অপর বচনের সত্যমূল্য নির্ণয়ের পদ্ধতি

১) প্রথমে প্রদত্ত বাক্য অর্থাৎ যার সত্যমূল্য দেওয়া আছে তার এবং নির্ণেয় বাক্য অর্থাৎ যার সত্যমূল্য বার করতে হবে দুটিকে তর্কবিদ্যাসম্মত বচনে রূপান্তর করতে হবে।

২) এবার দেখতে হবে বচন দুটি বিরোধিতার কোন্ সম্পর্কযুক্ত ?

৩) সেই বিশেষ বিরোধিতার নিয়মের ওপর ভিত্তি করে হেতুবাক্যের সত্যমূল্য দেখে সিদ্ধান্তের সত্যমূল্য বার করতে হবে।

৪) কিন্তু যদি প্রদত্ত বচন ও নির্ণেয় বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক না হয় তাহলে প্রথম কাজ হবে বচন দুটি উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে এক করে নিয়ে আসা। আর তা করতে হবে আবর্তন বিবর্তনকে প্রয়োজনমতো প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রে প্রদত্ত বচন(হেতুবাক্য)ও নির্ণেয় বচন(সিদ্ধান্ত) -এর উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে অভিন্ন করতে তিনটি উপায় আছে। এগুলি হল -

ক) প্রদত্ত বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে অপরিবর্তিত রেখে নির্ণেয় বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে, যাতে তারা প্রদত্ত বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সঙ্গে একই হয়ে যায়।

খ) নির্ণেয় বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে অপরিবর্তিত রেখে প্রদত্ত বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে পরিবর্তন করে নির্ণেয় বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সঙ্গে এক করে আনা।

গ) যদি দেখা যায় এই দুটি উপায়ের একটির দ্বারাও হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক করা যাচ্ছে না, তাহলে প্রদত্ত বচন ও নির্ণেয় বচন দুটোকেই পরিবর্তন করে এমন দুটি বচন আনতে হবে যাদের উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক হবে।

৫) যে কোন পদ্ধতিতেই হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক করে আনা হোক্ না কেন, পরিবর্তিত বচনটি মূল বচনের সমার্থক হয়। ফলে পরিবর্তিত সর্বশেষ বচনটির যে সত্যমূল্য তা দিয়েই মূল বচনের সত্যমূল্য নির্ণয় করতে হবে।

৬) এক্ষেত্রে আমাদের একটি কথা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে নব্য যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী কোন স্তরেই A বচনের আবর্তন করা যাবে না। কারণ, A বচনের আবর্তন অ-সম আবর্তন। আর অ-সম আবর্তন কখনো সমার্থক হতে পারে না।

৭) যদি দেখা যায় প্রদত্ত বচন ও নির্ণেয় বচনের গুণ ও পরিমাণ এক (উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক করে আনার পর) তাহলে সেক্ষেত্রে বচন দুটির সম্পর্ক হবে তাদাত্ম্য (identical) এবং তাদের সত্যমূল্য এক হবে। আর যদি দেখা যায় কোনভাবেই বচন দুটির উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে এক করা যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে বচন দুটিকে সতন্ত্র (independent) বলতে হবে এবং একটি বচন থেকে অন্য বচনের সত্যমূল্য নির্ণয় অসম্ভব বলতে হবে।

৮) প্রদত্ত বচন যদি ১ হয় এবং নির্ণেয় বচন যদি ২ হয় তাহলে প্রদত্ত বচন থেকে নিঃসৃত বচনগুলি হবে ১.১, ১.২, ১.৩ ইত্যাদি। আর নির্ণেয় বচন নিঃসৃত বচনগুলিকে বোঝানো হবে ২.১, ২.২, ২.৩ ইত্যাদি।

দু-একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা বিষয়টিকে সহজবোধ্য করে নিতে পারি।

ক) 'কতিপয় ভারতীয় কবি' - সত্য হলে, কোন অ-কবি ভারতীয় নয় -এর সত্যমূল্য কী হবে ?

উঃ প্রথমে বাক্যদুটিকে বচনে রূপান্তরিত করতে হবে।

প্রদত্ত বচন ১. কোন কোন ভারতীয় হয় কবি। (I) সত্য

নির্ণেয় বচন ২. কোন অ-কবি নয় ভারতীয়। (E)

এখন ২নং বচনটিকে রূপান্তর করে ১নং বচনের উদ্দেশ্য বিধেয়ের সঙ্গে এক করে আনা যেতে পারে।

২. কোন অ-কবি নয় ভারতীয়।(E)

২.১ আবর্তন - কোন ভারতীয় নয় অ-কবি।(E)

২.২ বিবর্তন - সকল ভারতীয় হয় কবি।(A)

এক্ষণে ২.২ আর ২নং বচন সমার্থক। আবার ১নং বচনের (I) আর ২.২ নং বচনের (A) উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক। সুতরাং সমার্থক। আর ১নং বচন (I) ও ২.২ নং বচন (A) এর মধ্যে অসম বিরোধিতার সম্বন্ধ। ১ যদি সত্য হয় ২.২ হবে অনিশ্চিত। আর ২.২ নং ও ২নং বচন যেহেতু সমার্থক, সেহেতু ২নং বচনটিও হবে অনিশ্চিত। সুতরাং প্রদত্ত বচন (১) সত্য হলে নির্ণেয় বচনটি (২) হবে অনিশ্চিত। অতএব। যদি -

কতক ভারতীয় হয় কবি - সত্য হয় তাহলে কোন অ-কবি নয় ভারতীয় - অনিশ্চিত।

দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ ‘কোন সারস নয় পেলিকান’ সত্য হলে ‘কোন অ-পেলিকান নয় সারস’ বচনটির সত্যতা মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে কি অনুমান করা যায় ?

উঃ এখানে বচন দেওয়া আছে। তাই বচনে রূপান্তরের কোন প্রশ্ন নেই। প্রথমে প্রদত্ত বচনের পরিবর্তন করে যদি দেখা যায় নির্ণেয় বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সঙ্গে সমতুল্য হচ্ছে তাহলে অন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োগের দরকার নেই।

১) কোন সারস নয় পেলিকান(E) - সত্য (প্রদত্ত বচন)।

১.১) সকল সারস হয় অ-পেলিকান(A) ...১নং বচনের বিবর্তিত।

১.২) কোন কোন অ-পেলিকান হয় সারস(I)... ২নং বচনের আবর্তিত।

২) কোন অ-পেলিকান নয় সারস(E) (নির্ণেয় বচন).

১নং বচন (E) সত্য হলে তার সমতুল্য ১.২নং বচনটিও (I) সত্য হবে। প্রদত্ত বচন (I) সত্য হওয়ায় নির্ণেয় বচন ২নং (E) তার বিরুদ্ধ বিরোধী। তাই তার সত্যমূল্য মিথ্যা হবে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ